Global Forum on Migration and Development-এর
নবম শীর্ষ সম্মেলন উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, শনিবার, ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৩, ১০ ডিসেম্বর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
আইএলও এবং আইওএম-এর মহাপরিচালক,
উপস্থিত সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আ'লাইকুম এবং শুভ সকাল।

গ্লোবাল ফোরাম ফর মাইগ্রেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর ৯ম শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানকারী বিশ্বের ১২৫টি দেশ, ৩০টি'র বেশি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং নাগরিক ও ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধিগণকে ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীতে স্বাগত জানাচ্ছি।

ডিসেম্বর মাস আমাদের বিজয়ের মাস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এদেশের মানুষ যুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ৩০ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি। ১৯৭১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বের যেসব মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বা সমর্থন যুগিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি আমরা গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

সুধি,

একজন অভিবাসী শুধু একজন শ্রমিক নন। প্রতিটি অভিবাসীর বলার মত একটি অসাধারণ গল্প আছে। একজন অভিবাসী যখন তাঁর পরিবার এবং দেশ ত্যাগ করেন, তখন তাঁকে অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হয়। অভিবাসীগণ তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি, শ্রম এবং সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাগতিক দেশের সমাজের উন্নয়নে অবদান রেখে থাকেন। তাঁরা তাঁদের জীবনের সবচেয়ে মূলবান সময় অন্যের জন্য ব্যয় করেন। আমরা অনেক সময় তাঁদের মানবিক বিষয়গুলো এবং মানুষ হিসেবে ন্যূনতম অধিকারগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভিবাসী সংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রতি গভীর মনোযোগ আকর্ষণ এবং অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আমরা এখন স্বীকার করি যে, অভিবাসন বিভিন্ন সম্প্রদায়, অর্থনীতি এবং সমাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং প্রবৃদ্ধির জন্যও অভিবাসন সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

বৈচিত্র্যময় এবং এই সংযুক্ত বিশ্বে, অভিবাসন অসম্ভবভাবী এবং অপরিহার্য। অভিবাসীসহ মানুষে মানুষে সহমর্মিতার জন্য বৈচিত্র্যের যে কল্যাণ, তা সকল সমাজকে অনুধাবন করতে হবে।

বৈশ্বিক উন্নয়ন রূপকল্প যা এজেন্ডা ২০৩০ নামেই সমাধিক পরিচিত, অভিবাসনকে টেকসই উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এসব বাস্তবায়নের জন্য আমাদের স্বার্থের কেন্দ্রমুখীনতাকে চিহ্নিত করতে হবে। একইসঙ্গে আমাদের চাহিদা, প্রত্যাশা, নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং সম্ভাবনাগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

মানুষ শুধু কাজের জন্য নয়, বহুবিধ কারণে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিচরণ করে। বিশ্বায়নের এ যুগে, বিপুল সংখ্যক মানুষের বিচরণ অব্যাহত থাকবে। সুতরাং আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, আমরা কীভাবে মানুষের চলাফেরা আরও নিরাপদ, নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল করতে পারি। পাশাপাশি নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, একজন ব্যক্তি যেন তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চলাফেরা করতে পারেন।

আমাদের আরও নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, প্রতিটি অভিবাসী যেন মর্যাদা এবং নিরাপদে চলাফেরা ও কাজ করতে পারেন। তাঁদের অবস্থা নির্বিশেষে, যে কোন পরিস্থিতিতে, তাঁদের অধিকার যাতে সুরক্ষা পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। গত

সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে আমরা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছি। অভিবাসন আর কোনভাবেই 'আমাদের' এবং 'তাঁদের' মধ্যেকার বিষয় নয়, এটা সব মানুষের এবং সব রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়।

সুধিবৃন্দ,

অভিবাসন একটি জটিল মানবিক ব্যাপার। অভিবাসন এবং অভিবাসীকে ভয় পাওয়ার বা তাঁদের এড়ানোর কোন কারণ নেই। বরং অভিবাসন সুশাসনে উপযুক্ত পরিকাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে অভিবাসনের রূপান্তরমূলক সম্ভাবনাকে কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

গত এপ্রিলে, বাংলাদেশ একটি ব্যাপকভিত্তিক Global Compact for Migration Governance প্রস্তাব জাতিসংঘে পেশ করেছে। গত সেপ্টেম্বরে অভিবাসন ও উদ্বাস্তু সংক্রান্ত জাতিসংঘ শীর্ষ সম্মেলনে আমি এটা দেখে আনন্দিত হয়েছি যে, বিশ্ব আমাদের মাইগ্রেশন কমপ্যাক্ট প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে আমরা বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং নাগরিক সমাজের সঙ্গে অভিবাসী এবং উদ্বাস্তু সংক্রান্ত একটি ব্যাপকভিত্তিক বৈশ্বিক চুক্তি বা কমপ্যাক্টে উপনীত হওয়ার জন্য কাজ করছি যাতে তা ২০১৮ সাল নাগাদ জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

যেহেতু জিএফএমডি শীর্ষ সম্মেলনের কাজ শুরু হয়েছে, এক্ষণে একটি নতুন চুক্তি প্রণয়নে আমি আপনাদের উচ্চাভিলাষী, বাস্তববাদী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে আহ্বান জানাতে চাই। এজেন্ডা ২০৩০-এ অভিবাসী ও উদ্বাস্তু বিয়য়ে যে অঙ্গীকার আমরা করেছি তা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের একটি অনুমানযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হবে।

সময় এসেছে, এখন GFMD-কে অকপটে এবং নির্ভয়ে কথা বলতে হবে। আমি আনন্দিত যে GFMD বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেমন- সঙ্কট ও সংঘাতময় পরিস্থিতিতে অভিবাসী, অভিবাসনের সুশাসন, বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতি ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করবে।

আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি পিটার সাদারল্যান্ডকে যিনি অভিবাসন সুশাসন বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এসেছেন। যেহেতু ২০১৭ সালে GFMD বৈশ্বিক পর্যালোচনায় প্রবেশ করছে, আমাদের অবশ্যই অভিবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে এবং কাজ করতে হবে।

GFMD-এর সভাপতি পদে বাংলাদেশকে সমর্থনদানের জন্য আমি আমাদের সকল বন্ধু এবং সহযোগীদের আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং নবম GFMD শীর্ষ সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...